যুগান্তর

তারিখ ২৪/১০/২০০০
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ...

299

ডিগ্রি পরীক্ষা ২০ দিন পিছালো বাতিল কেন্দ্র পুনর্বহাল

যুগান্তর রিপোর্ট

এ বছরের ডিগ্রি পাস ও সাবসিডিয়ারি পরীক্ষা ২০ দিন পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। এর আগে ঘোষিত আগামী ২৯ অক্টোবরের পরিবর্তে ১৮ নভেম্বর থেকে পরীক্ষা শুরু হবে। সেই সঙ্গে গত বছরের সব পরীক্ষা কেন্দ্র এবারও বহাল থাকবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গতকাল এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে।

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বন্যা-উপদ্রুত এলাকার পরীক্ষার্থীদের জন্য দুই মাস পরে উপযুক্ত সময়ে আলাদা প্রশ্নপত্রে বিশেষ পরীক্ষা নেয়া হবে। তবে বন্যা-উপদ্রুত এলাকার পরীক্ষার্থীদেরও আগামী ১৮ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে। পরীক্ষার বিস্তারিত সংশোধিত সময়সূচি অবিলম্বে প্রকাশ করা হবে।

এবারের ডিগ্রি পরীক্ষা অনুষ্ঠান নিয়ে নানারকম জল্পনা-কল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়

ডিগ্রি পরীক্ষা : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৭

ডিগ্রি পরীক্ষা : পিছালো

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক দুর্গাদাস ভট্টাচার্য গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, রেজিস্ট্রার ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে জরুরি সভায় মিলিত হন। সভায় সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের স্বার্থে শেষ মুহূর্তে পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সেই সঙ্গে সারাদেশে বাতিল পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো পুনর্বহাল করা হয়। বিভিন্ন কলেজের আসন সংখ্যার সমস্যার কারণে এসব কেন্দ্র বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হয়। খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলার যেসব কেন্দ্র এ বছর খুলনা জেলায় আনার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল সেই সিদ্ধান্তও বাতিল করা হয়েছে। গত বছরের কেন্দ্রগুলোতেই এবার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গত বছর মোট ৫৮৮টি কেন্দ্রে ডিগ্রি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাপক নকলবাজির অভিযোগে এবার ৬৪টি কেন্দ্র বাতিল করা হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্র বাতিলের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ ওঠে। নতুন উপাচার্য এসে গতকাল বাতিল কেন্দ্রগুলো পুনর্বহাল করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সুষ্ঠু ও নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য এ বছর ঢাকা মহানগরীর মতো দেশের অন্যান্য জেলায়ও যেখানে যেখানে সম্ভব এক কলেজের পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা নিকটবর্তী অন্য একটি কলেজে নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের মতামতের ভিত্তিতে পরীক্ষার কেন্দ্র ও আসন ব্যবস্থার বিন্যাস করা হয়েছে। কিন্তু পরীক্ষার প্রস্তুতি শেষ হওয়ার মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে, কোন কোন কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও আসন সংখ্যার মধ্যে গরমিল রয়েছে। কোথাও কোথাও কেন্দ্রে মহিলা পরীক্ষার্থীদের থাকার জায়গা ও যাতায়াতের সুব্যবস্থা নেই। কোথাও আবার উপকেন্দ্র সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক বিনয় রতন বড়ুয়া বলেছেন, এসব কারণে গত বছরের ডিগ্রি পরীক্ষা শুরুর তারিখের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এ বছরের পরীক্ষা শুরুর তারিখ ২০ দিন পেছানো হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মনে করেন, মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বন্যা-উপদ্রুত কিছু এলাকায় পরীক্ষা ২ মাস পিছিয়ে দিলেও পরীক্ষার্থীদের কারও কারও পক্ষে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা সম্ভব নাও হতে পারে। সে কারণে ওইসব এলাকার পরীক্ষার্থীরা যাতে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে এবং তাদের একাডেমিক সেশন যাতে ঠিক থাকে সেজন্য উপযুক্ত সময়ে তাদের বিশেষ পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তবে বন্যা-উপদ্রুত এলাকার পরীক্ষার্থীদের ১৮ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া পরীক্ষায় অংশ নেয়ারও সুযোগ থাকবে। যারা এ পরীক্ষায় অংশ নেবে তারা আর পরবর্তীকালে বিশেষ পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে না। বন্যা-উপদ্রুত এলাকার পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যারা ১৮ নভেম্বরের পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে না কেবল তাদেরই বিশেষ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়ার ব্যাপারে শিগগিরই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে।